উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৫ আশ্বিন, ১৪২৪ বৃহস্পতিবার ৪.০০ টাকা 12 October 2017 Thursday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ : http://www.uttarbangasambad.in

দল ও পদ ছাড়লেন মুকুল

ভবিষ্যৎ গন্তব্য নিয়ে জল্পনা রইলই

প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত ● নয়াদিল্লি

১১ অক্টোবর ঃ অবশেষে রাজ্যসভার সাংসদ পদ এবং তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন মুকুল রায়। তবে, তাঁর ভবিষ্যৎ কৌশল সম্পর্কে মুকুল কী ঘোষণা করেন, সেইদিকে সবার নজর থাকলেও বহিষ্কৃত এই তৃণমূল নেতা অবশ্য সেই ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। অর্থাৎ, এখনও তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মসূচি সম্পর্কে জল্পনা জিইয়ে রেখেছেন। তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন, নাকি নতুন দল গড়বেন, তা নিয়ে মুকুল রায় এখনও হয় মনস্থির করে উঠতে পারেননি, অথবা বিজেপি-র দিক থেকে ইতিবাচক সাড়া পাননি। বুধবার অবশ্য তিনি বিজেপি-র সঙ্গে তৃণমূলের পুরোনো সম্পর্কের কথা তুলে তৃণমূল কংগ্রেসকে অস্বস্তিতে ফেলতে চেয়েছেন। কারণ তিনি জানেন, এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যেকোনো বক্তৃতায় আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য থাকে বিজেপি।

সেই বিজেপি-র সঙ্গে পুরোনো সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলেই মুকুল এদিন যা বলতে চেয়েছেন, তার মূল কথা ছিল তৃণমূলের রাজনৈতিক কৌশলে বিভ্রান্তি রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতি করে যে দলের জন্ম হয়েছিল, সেই দল আজ কংগ্রেসের সঙ্গে সবথেকে বেশি মাখামাখি করছে।' কিছুটা কটূক্তির সুরে তাঁর পরামর্শ, 'এই মেকি সমঝোতার কী প্রয়োজন? কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে গেলেই তো ভালো হয়।' আবার বিজেপি-র সঙ্গে সম্পর্ক, বিজেপি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভোটে লড়াই এবং এনডিএ মন্ত্রীসভায় তৃণমূলের যোগদান—একসুরে এইসব প্রসঙ্গ তুলে তিনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে এখনকার বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তৃণমূল নেতৃত্বকে তা অস্বস্তিতে ফেলতে পারে। তাঁর বক্তব্য, 'কংগ্রেসের বিরোধিতা করেই গঠিত হয় তৃণমূল। তখন আমরা বিজেপি-র হাত ধরেছিলাম, এনডিএ-র শরিক হয়েছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মন্ত্রীসভায় মন্ত্রী হয়েছিলেন। কই তখন তো বিজেপি সাম্প্রদায়িক ছিল না। আজ হঠাৎ বিজেপি সাম্প্রদায়িক হয়ে গেল কেন?' তিনি জানান, তাঁর মাধ্যমেই তৃণমূল নেতৃত্ব আরএসএস এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। দলের নির্দেশেই তিনি বিজেপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন।

তাঁর পুরোনো দলের নেত্রী মমতা সম্পর্কে মুকুল সরাসরি কোনো মন্তব্য না করলেও তৃণমূলের রাজনৈতিক কৌশল সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যেই অবশ্য মমতার নীতি সম্পর্কে সমালোচনার সুর রয়েছে। তাঁর বক্তব্য, 'তৃণমূল কখনও বিজেপি-র সঙ্গে যাচ্ছে, কখনও কংগ্রেসের সঙ্গে যাচ্ছে। কখনও বলছে বাজপেয়ী ভালো, আদবানি খারাপ। কখনও বলছে, মোদি ভালো, অমিত শা খারাপ।' আর এরই সঙ্গে তিনি মমতার বিজেপি-বিরোধী বক্তব্যের সমালোচনা করে জানিয়ে দেন, বিজেপি-কে তিনি সাম্প্রদায়িক দল বলে মনে করেন না।

তবে, একবারই শুধু এমন কথা এসেছে, যা মমতাকে ক্রুদ্ধ করে তুলতে পারে এবং তা এসেছে রাজনীতিতে পারিবারিক শাসনের প্রসঙ্গে। মুকুল বলেন, 'ওয়ান ম্যান পার্টি দেশের জন্য ভালো নয়। আমরা কেউ চাকর নই। দলের অন্য নেতাদের মতো আমি মুখ বন্ধ করে থাকতে পারতাম না।'

এদিন মুকুল রায়ের ব্যাপারে করা একটি প্রশ্নের উত্তরে উত্তরপ্রদেশের বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা এ রাজ্যে বিজেপি-র প্রাক্তন পর্যবেক্ষক সিদ্ধার্থনাথ সিং বলেন, তাঁদের দলে অনেককেই নেওয়া হতে পারে। তবে দলে ঢোকার আগে তাঁকে বা তাঁদেরকে নিষ্কলঙ্ক হয়েই ঢুকতে হবে। প্রসঙ্গত, সিদ্ধার্থনাথ সিংই হলেন 'ভাগ মমতা ভাগ', 'ভাগ মুকুল ভাগ' প্রভৃতি স্লোগানের জন্মদাতা। বিজেপি-র অন্দরের খবর, বিগত কয়েকদিন যাবৎ দিল্লিতে মুকুলবাবু বিজেপি ও আরএসএসের বেশ কিছু নেতার সঙ্গে আলোচনা করলেও তাঁর বিজেপি-তে ঢোকার পথটা মসৃণ করে তুলতে পারেননি। আর সেই কারণেই অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সাংবাদিক বৈঠক ডাকলেও সেখানে জানিয়ে উঠতে পারেননি যে, তিনি এবার কোন দলে যোগ দেবেন। মূলত সেই কারণে, এদিন তাঁর সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী বা সারদা, নারদ কাণ্ডের কোনো মন্তব্য না করে মূলত তাঁর ছেড়ে আসা দলকে স্বস্তি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

> ওয়ান ম্যান পার্টি দেশের জন্য ভালো নয়। আমরা কেউ চাকর নই। দলের অন্য নেতাদের মতো আমি মুখ বন্ধ করে থাকতে পারতাম না।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ ও রাজ্যসভার সাংসদ পদে ইস্তফা দেবার পর সাংবাদিক বৈঠকে মুকুল রায়।

> কাঁচরাপাড়ার কচড়া দূর হয়েছে। মুকুল বিদায়ে দলের রাহুমুক্তি ঘটল
>
> পার্থ চট্টোপাধ্যায়, মহাসচিব, তৃণমূল কংগ্রেস

কলকাতার খবর ঃ কাঁচরাপাড়ার 'কচড়া' দূর হয়েছে। এর জেরে দল যেমন বাঁচল তেমনই এবার শান্তিতে ঘুমোতে পারবেন তাঁরা। বুধবার দলের বহিষ্কৃত সাংসদ মুকুল রায় দলত্যাগ ও রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করার পর দলীয় দপ্তরে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই কথা বলেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, এদিন সাংবাদিক বৈঠক ডেকে মুকুলবাবু যা বলেছেন তা 'শূন্যতা' ছাড়া কিছু নয়। মানসিক হতাশা থেকেই তিনি উলটোপালটা বকে গিয়েছেন বলেই মনে করেন তিনি। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, 'মুকুল বিদায়ে দলের রাহুমুক্তি ঘটল।'

মুকুলবাবুর সাংবাদিক বৈঠককে তাঁরা পাত্তা দিচ্ছেন না বলে মন্তব্য করলেও মুকুলবাবুর বক্তব্য তুলে ধরে তার প্রতিক্রিয়া জানাতে ভুল করেননি পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ২০০১ থেকে ২০০৭ সাল নয়, ২০০৬ সাল পর্যন্ত দল কংগ্রেসকে কেন্দ্রে সমর্থন করেছিল। ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন বলেও ভুল তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন মুকুল। তিনি বলেন, যেদিন সিবিআই মুকুলবাবুকে ডাকে সেদিনই উনি বুঝে যান যে বিজেপি ছাড়া তাঁর কোনো গতি নেই। তাই দলকে না জানিয়ে তলে তলে বিজেপি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছেন। যা দলের কোনো নেতাই করেননি। তিনি এদিনও বলেন, তাঁদের দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্নেহবশত ২০১৫ সালে পুনরায় তাঁকে ডেকে এনে নিজেকে সংশোধিত করতে সুযোগ দেন। কিন্তু তিনি তা না করে সিবিআইয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে বিজেপি-র দোরে দোরে তাঁকে দলে নেওয়ার জন্য ভিক্ষা করছেন। ***এরপর নয়ের পাতায়***

MRI-তে কষ্টের দিন শেষ
বিকট আওয়াজের MRI নয়
উত্তরবঙ্গে একমাত্র ডিসানেই
Soundless MRI
DESUN HOSPITAL SILIGURI
24hrs EMERGENCY 90516 40000
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে

চিকুনগুনিয়ার জন্যই অজানা জ্বর, রিপোর্ট বিশেষজ্ঞ দলের

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ শুধু ডেঙ্গু নয়, শিলিগুড়িতে থাবা বসিয়েছে চিকুনগুনিয়াও, মেডিকেল কলেজের বিশেষজ্ঞ দল যে রিপোর্ট দিয়েছে, তাতেই সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বুধবার মৈনাক টুরিস্ট লজে স্বাস্থ্য বিষয়ে বৈঠকের পর উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'অন্য কিছু ভাইরাসের সঙ্গে চিকুনগুনিয়াও পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। তবে বাইরের কোনো বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দলকে শিলিগুড়িতে আনা হচ্ছে না।' রোগ প্রতিরোধে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্য। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ মৈত্রেয়ী কর, শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ অমিতাভ মণ্ডল।

চিকুনগুনিয়াতেই সিলমোহর দিল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ দল। ৫ অক্টোবর পাঁচ সদস্যের দলটি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করার পরই জানা গিয়েছিল চিকুনগুনিয়ার সম্ভাবনার কথা। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে গৌতম দেব বলেন, 'বিশেষজ্ঞ দলের রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। ওই রিপোর্টে অন্য ভাইরাসের সঙ্গে চিকুনগুনিয়ার কথা বলা হয়েছে। কয়েকজনের শরীরে র‍্যাশ দেখতে পেয়েছেন চিকিৎসকরা। রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টেও তা পাওয়া গিয়েছে। যদিও কিছু রক্তের নমুনার রিপোর্ট আসা বাকি আছে।' আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য মেডিকেলের সিনিয়র চিকিৎসকরা শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করবেন বলেও মন্ত্রী জানান। চিকিৎসার ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর তেমন কোনো খামতি নেই বলে দাবি করে গৌতমবাবু বলেন, 'হাসপাতালে মেডিসিনের চারজনের চিকিৎসকের সঙ্গে আরও একজন চিকিৎসক দিতে বলেছি সিএমওএইচ-কে। প্লেটলেট কাউন্টের জন্য একটি মেশিন ছিল, আরও একটি দেওয়া হয়েছে।'

সরকারি তথ্য অনুসারে, ডেঙ্গুতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। জাপানি এনকেফেলাইটিসে মৃত্যু হয়েছে আরও একজনের। কিন্তু ডেঙ্গু উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা চলাকালীন কয়েকজনের মৃত্যু ***এরপর নয়ের পাতায়***

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর আয়োজনে শারদোৎসবের প্রত্যাবর্তন

শিলিগুড়ি, ১১ অক্টোবর ঃ প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ।

বাংলা সিনেমা কতখানি হিট হল, সে সম্পর্কে বহুল প্রচলিত এই লব্‌জটির ব্যবহার উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর শারদ সম্মান ১৪২৪ সম্পর্কে প্রয়োগ করাটা কিছু ভুল হবে না। হয়তো প্রেক্ষাগৃহ আর শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা বলবেন ব্যাকরণবিদরা, কিন্তু তাতে কি-ই বা আসে যায় ? কি-ই বা আসে যায় বুধবার দীনবন্ধু মঞ্চে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্লাবগুলোর কর্মকর্তাদের, যাঁরা শারদ সম্মানে সম্মানিত হয়ে পুজো শেষের সপ্তাহখানেক পরেও আরেকবার পুজোর আনন্দে মাতলেন ?

বাঙালির কাছে এখনও সব সেরা ব্লকব্লাস্টার কিন্তু সেই দুর্গাপুজোই। এদিন বঙ্গ আবেগের ঠিক সেই তন্ত্রীতেই মোক্ষম আঘাত হেনেছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। মঞ্চের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত আবহাওয়ায় যখন কালটা শরতের শেষ নাকি শীতের শুরু তা নিয়ে কিঞ্চিত ধন্দ দেখা দিয়েছে, তখনই শারদোৎসবের আবহাওয়ায় অনুষ্ঠানের 'মাহল' তৈরি করে দিলেন অর্চকের নৃত্যশিল্পীরা। তখন যেন অকাল মহালয়ার সুর বেজে উঠেছে সকলের মনে। তারপর নানা স্বাদের অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে মঞ্চে উঠে সম্মাননা গ্রহণ করলেন বিভিন্ন জেলার বিজয়ী পুজো কমিটিগুলোর প্রতিনিধিরা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল উত্তরবঙ্গের সাত জেলার পুজো কমিটিগুলোর আয়োজনকে সম্মানিত করবার কাজ। গুটিগুটি পায়ে এগোতে এগোতে সে প্রয়াসের এবার তৃতীয় বর্ষ। এর আগে প্রতিটি জেলা থেকে আসা বহু আবেদনের মধ্য থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে প্রতিযোগী ক্লাবগুলোর প্রতিমা দর্শন করেছেন বিচারকমণ্ডলী। চুলচেরা বিচার করেছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আর তাঁদের নেওয়া সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই কোন জেলার কে সেরা, সেই ফল প্রকাশিত হয়েছে। এদিন ছিল কৃতীদের সম্মাননা দেওয়ার দিন। ঘণ্টাচারেকের জমকালো অনুষ্ঠানে কেবল পুরস্কার বিতরণের ঘটাই ছিল না, ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও। একাধিক নৃত্যানুষ্ঠান প্রদর্শন করেন শিলিগুড়ির অর্চক গ্রুপের শিল্পীরা। সংগীতানুষ্ঠান পরিবেশন করেন ঈশিতা ঘোষ ও সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়। শিল্পীদের পাশাপাশি সম্মাননা জানানো হয় গোটা অনুষ্ঠানটি যাঁরা সরাসরি সম্প্রচার করেছেন, সেই সিসিএন-এর তরফে শাশ্বতরঞ্জন মৈত্রকে, সুচারু সঞ্চালনায় যিনি অনুষ্ঠানের মূল সুরটি বেঁধে দিয়েছেন সেই মহুয়া চট্টোপাধ্যায়কে এবং শিলিগুড়ির তিন বিচারক সেবন্তী ঘোষ, সুতপা সাহা এবং দীপজ্যোতি চক্রবর্তীকেও। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার নীরজকুমার সিং, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত মান্তু ঘোষ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সম্পাদক সব্যসাচী তালুকদার, প্রকাশক সঞ্জীবকুমার তালুকদার, তথ্যকেন্দ্র পত্রিকার সহসম্পাদিকা লোপামুদ্রা তালুকদার, অ্যাসোসিয়েট এডিটর অশোক বসু, জেনারেল ম্যানেজার প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী, ম্যানেজার নকুল মণ্ডল, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাকশন ম্যানেজার শেখর কারান্ডে প্রমুখ। সেইসঙ্গে এদিন প্রদর্শিত হয় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তিন দশকেরও বেশি সময়ের পথচলা নিয়ে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র।

আসলে আমাদের কাছে উত্তম-সুচিত্রা জুটির থেকেও বেশি জনপ্রিয় কোনো জুটি যদি থেকে থাকে, তা হল মা দুর্গা আর মহিষাসুরের। এদিন শারদোৎসবের আমেজকে দীনবন্ধু মঞ্চের পরিসরে তুলে ধরাটাই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সব থেকে বড়ো কৃতিত্ব। আর সেজন্যই, প্রেক্ষগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ।

▸▸ অনুষ্ঠানের ছবি ৯ এবং ১১-র পাতায়

কালিম্পংয়ে বিনয়ের সভায় এলেন না কাউন্সিলাররা

দার্জিলিং ব্যুরো

১১ অক্টোবর ঃ কালিম্পংয়ের কাউন্সিলাররা কোনদিকে যাবেন সে ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দিলেন বিনয় তামাং। তারপরে কিছু হলে তার দায় কেউ নেবে না বলে বুধবার ডেলোয় বসে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং পুরসভার কাউন্সিলাররা তাঁদের পক্ষে এলেও কালিম্পং পুরসভার কাউন্সিলাররা কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে বিনয়ের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিনয় এদিন ডেলোয় এক সভায় বলেছেন, 'বিজেপি-কে গোর্খাল্যান্ড নিয়ে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে।' ত্রিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে বিনয় বলেন, '১৬ অক্টোবর নবান্নে বৈঠক রয়েছে। দেখা যাক কী হয়।' তিনি বিমল গুরুংয়ের নির্দেশেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে বৈঠকে গিয়েছিলেন বলেও ফের মন্তব্য করেছেন বিনয়। বিমল গুরুং এদিন এক অডিয়ো বার্তায় বলেছেন, '১৬ অক্টোবরের নবান্নের বৈঠক তো রাজ্য সরকার আর পাহাড়ের দু-চারজন বিশ্বাসঘাতকের মধ্যে হবে। আমাদের ওই বৈঠক নিয়ে কোনো কৌতূহল নেই। আমরা দিল্লির বৈঠকের দিকে তাকিয়ে রয়েছি।'

দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং কার্যত দখল করার পরে বুধবার কালিম্পংয়ে সভা করার সিদ্ধান্ত নেয় বিনয় তামাং এবং অনীত থাপা গোষ্ঠী। সভায় অংশ নিতে মঙ্গলবার রাতেই ডেলোয় পৌঁছে গিয়েছিলেন অনীত। বুধবার সকালে দার্জিলিং থেকে কালিম্পংয়ে যান বিনয়। তিস্তাবাজারে দলীয় প্রচুর কর্মী-সমর্থক রাস্তার দু-ধারে দাঁড়িয়ে বিনয়কে বরণ করে নেন। ***এরপর নয়ের পাতায়***

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭১.১২
ডিজেল- ₹ ৫৯.৫৫

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।

–সূত্র **ইন্ডিয়ান অয়েল**।

বিন্দু বিসর্গ

মাহালি পরিবার এখন সবার কাছেই ব্রাত্য

রণজিৎ ঘোষ ● নকশালবাড়ি

১১ অক্টোবর ঃ বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতির আগমনে গত ২৫ এপ্রিল গোটা দেশের নজরে এসেছিল নকশালবাড়ির আদিবাসী মাহালি পরিবার। পরবর্তীতে এই পরিবারকে তৃণমূল কংগ্রেস দলে টানায় ফের খবরের শিরোনামে আসে এই পরিবারটি। গরিব এই পরিবারটিকে অনেক প্রতিশ্রুতি, অনেক আশ্বাস দিয়েছিল বিজেপি এবং তৃণমূল— দুই দলই। বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের আওতায় এনে আর্থিক অনটনে জর্জরিত পরিবারটির সচ্ছলতা ফেরানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেউ কথা রাখেনি। এখনও সেই ভাঙা ঘর, ফুটো বেড়া, সেই চা বাগানে পাতা তুলে ফেরার পথে ঘরে উনুন ধরানোর জন্য কাঠ মাথায় নিয়ে আসতে হয় পরিবারটিকে। বারবার আবেদন করেও গ্যাসের সংযোগও জোটেনি। ক্ষোভে, অভিমানে রাজু মাহালির স্ত্রী গীতা বলছিলেন, 'আমরা তো কোনোদিন পার্টি করিনি। ওসব বুঝিও না। কিন্তু একজন বড়ো নেতাকে বাড়িতে খাওয়াতে গিয়ে শুধু বদনামের ভাগীদার হয়েছি। আর কিছু পাইনি।' তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি গৌতম দেব বলেছেন, 'বিষয়টা দেখছি। পরিবারটির জন্য কিছু করব আমরা।'

নকশালবাড়ির অখ্যাত গ্রাম দক্ষিণ কোটিয়াজোতের বাসিন্দা রাজু মাহালি। স্ত্রী গীতা এবং দুই সন্তানকে নিয়ে রংমিস্ত্রির কাজ করে কোনো রকমে দিন গুজরান হয় পরিবারের। রোজ কাজ না জোটায় পরিবারের আর্থিক অনটন এতটাই যে কয়েক বছর ধরে স্ত্রী গীতাও চা বাগানে পাতা তুলে আয়ের পথ ধরেছেন। তবে আজও নিয়মিত কাজ পান না গীতাদেবীও।

চলতি বছরের ২৫ এপ্রিল নকশালবাড়ির এই মাহালি পরিবারে পাত পেড়ে দুপুরের খাবার খেয়েছিলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শা। দেশের হেভিওয়েট এই নেতার আগমনে গোটা দেশেই প্রচারের আলোয় চলে আসে রাজু মাহালির পরিবার। বিজেপি সরাসরি না হলেও ঘুরিয়ে এই পরিবারটির পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছিল। অমিত শা ফিরে যাওয়ার কয়েকদিন পর ওই পরিবারটি বেপাত্তা হয়ে যায়। ৩ মে নকশালবাড়ির মাহালি বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তথা রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে ওই বাড়িতে গিয়ে চা খান। ***এরপর নয়ের পাতায়***

তখন নকশালবাড়ির মাহালি পরিবারে বিজেপি-র জাতীয় সভাপতি অমিত শা-র মধ্যাহ্নভোজ। তৃণমূল দপ্তরে গৌতম দেবের উপস্থিতিতে দলে যোগদান পর্ব। এখন দু-কূল হারিয়ে সেই ভাঙা ঘরেই গীতা মাহালি।